ক্ষুদিরামের ফাঁসি

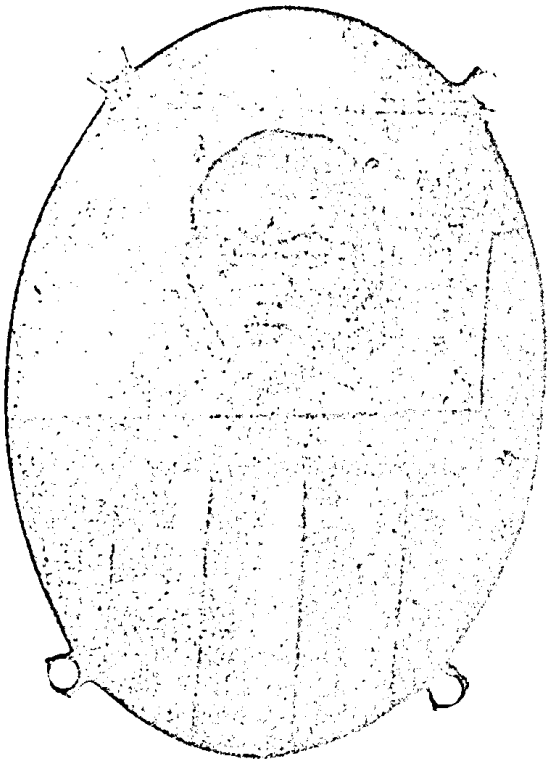

নগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য—এক আনা।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি

ফাঁসিতে ঝুলিল হাসিতে হাসিতে বীর ক্ষুদিরাম মরে,
স্মৃতিপূজা আজ করিতেছে দেশ চল্লিশ বছর পরে।
উনিশ বছরের কিশোর বীরের মাতিয়া উঠিল প্রাণ,
দেশের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়িল দিতে প্রাণ বলিদান।
বৃটিশ শাসন অত্যাচারের তাণ্ডব সুরু যবে,
প্রতিরোধ তরে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিল তবে।
নেদিনীপুরের বিপ্লবীদল বীরের কীর্ত্তি রাখে,
সেইখানে বীর ক্ষুদিরাম নাকি বিপ্লবীর দলে থাকে।
বিলাতি কাপড়ে আগুন জ্বালায় বিদেশী বর্জ্জন তরে,
স্বদেশী প্রচার ব্রত ছিল তার ছিল না ভয় অন্তরে।
বীর ক্ষুদিরাম মেরেছিল এক পুলিশের নাকে ঘুষি,
থেতো হয়ে নাক গিয়েছিল তার রক্ত ঝরে রাশি রাশি।
গোখ্‌রো কালসাপ ধ'রে ছুড়ে ফেলে দংশনের নাহি ভয়,
সে সাহস দেখে পল্লীবাসী লোক গেয়ে ওঠে তার জয়।
ছোটবেলা হতে দুরন্ত চঞ্চল এই বীর ক্ষুদিরাম,
কীর্ত্তি রাখিল ভারতবর্ষে ঘরে ঘরে তার নাম।
যৌবন যখন দেখা দেছে তার রঙ্‌ ধরে গেছে চোখে,
ভোগের কামনা সব বলি দিয়ে বিপ্লবীর দলে ঢোকে।
অত্যাচারী ছিল কিংসফোর্ড সাহেব নিধন করিতে তারে
হুকুম হইল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর পরে।

ভুল করে' তারা একটি গাড়ীতে বোমা ফেলে তাড়াতাড়ি,
বেঁচে গেল দুষ্ট কিংসফোর্ড সাহেব মরিল দুইটি নারী।
ধরা পড়ে শেষে এই দুই বীর পুলিশের হাতে যবে,
নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করি প্রফুল্ল মরিল তবে।
ক্ষুদিরাম পরে বন্দী হয়ে তার ফাঁসির হুকুম হয়,
হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে ঝুলিল বীরের গৌরব ময়।

বীর ক্ষুদিরামের জীবন কথা

১২৯৬ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ইংরাজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম হয়। মেদিনীপুর সহরের উত্তরে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হবিবপুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। তাঁহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তাঁহার মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিত্রালয় কলাগ্রাম। অপরূপা দেবী, সরোজিনী দেবী, ননীবালা দেবী তাঁহার তিন জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

পিতৃমাতৃহীন হইয়া ছয় বৎসর বয়স হইতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা দেবীর নিকট লালিত পালিত হইতে থাকেন। তিনি ম্যাট্রিক সেকেণ্ড ক্লাশে প্রমোশন পাইয়া পড়া ছাড়িয়াছিলেন। সেই সময় মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন এবং দেশ সেবার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বিলাতি বর্জ্জনের আন্দোলনে মাতিয়া পড়েন এবং বলপূর্ব্বক দোকানদারদের বিলাতি কাপড়ের গাঁটে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন জ্বালাইতে থাকেন। ক্ষুদিরামের কাণ্ড দেখিয়া দোকানদারেরা আতঙ্কে কাপড় লুকাইয়া ফেলে।

মেদিনীপুর সহরে একটি শিল্প প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম 'বন্দে-মাতরম্' নামক একখানি পুস্তক পুলিশের নিষেধ অমান্য করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইবার উপক্রম হওয়ায় এমনি জোরে একটি ঘুষি মারিয়াছিলেন পুলিশের নাকে, যে তাহার নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। অবিলম্বে তিনি পলায়ন করেন। ফেরার হইবার একমাস পরে গ্রেপ্তার হইলেও নাবালক বলিয়া তিনি মুক্তি পান।

ক্ষুদিরাম যে বিপ্লবীর দলের কার্য্য করিতেন, সেই দলের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ক্ষুদিরাম তখন নূতন স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাংলার ইতিহাস নূতনভাবে আরম্ভ করিতে হইবে। পরাধীন জাতির দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ করিতেই হইবে। কুকুরের মত যাহারা বিদেশীর উচ্ছিষ্ট খাইয়া বাঁচিতে চায় বাঁচুক, কিন্তু নবীন তরুণ তরুণীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠুক, যাহারা শ্বেতাসুরের দ্বৈতশাসন সহ্য করিবে না। পীড়ন, শোষণ, অত্যাচার তাহারা বন্ধ করিবেই—অত্যাচারীর শাস্তি তাহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিবে। তরুণীদিগকে সেই অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে দেশ মাতৃকার

বেদীমূলে তখন প্রথম আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইলেন ক্ষুদিরাম এবং আর একজন বিপ্লবী বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী।

কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব অত্যাচারী ছিলেন। সামান্য কারণেই তিনি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া দণ্ড দিতেন, ক্ষুদ্র অপরাধে সুশীল কুমার সেন নামক এক ব্যক্তিকে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাজনৈতিক অপরাধে কয়েকজন ছাত্র এবং দেশকর্ম্মীকেও তিনি দণ্ডিত করেন। মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির বিপ্লবীর দল স্থির করিলেন, কিংসফোর্ডকে চির-দিনের মত জগত হইতে বিদায় দেওয়া প্রয়োজন।

কিংসফোর্ড সাহেব জজ হইয়া মজঃফরপুর বদলী হইলেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার ভার পড়িল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর উপর। ১৯০৮ সালের ২৫শে এপ্রিল এই দুই কিশোর বীর মারণাস্ত্র লইয়া কিংসফোর্ড নিধনের জন্য বাহির হইয়া পড়ি-লেন। গণ-চেতনার উদ্বোধন করিবার জন্যই যেন তাঁহাদের জয়যাত্রা—রক্তপথের যাত্রী হইলেন তাঁহারা দেশমাতার বন্দনা গীত গাহিতে গাহিতে। ভারতব্যাপী আজ যে স্বাধীনতার উৎসব হইতেছে, এই শুভদিনের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়াই তাঁহারা তাহাদের যৌবন-প্রভাতের সবুজ প্রাণ দুটী বিসর্জ্জন দিতে চলিলেন। স্বাধীনতার স্বর্গে দেশকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম তাঁহারাই প্রস্তুত হইলেন মাতৃপূজার মৃত্যুযজ্ঞে নির্ম্মাণ করিতে অগ্নিযজ্ঞের প্রথম সোপান।

২৭শে এপ্রিল তাঁহারা মজঃফরপুরে কিশোরী মোহন ব্যানার্জ্জির ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলেন। তাহার পর একদিন বোমা নিক্ষেপ করিলেন একখানি গাড়ীর উপর। কিন্তু সব পণ্ডশ্রম হইল। হায়! হায়! কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিয়া বসিয়াছেন? কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া তাঁহারা দুইটী নিরীহ মহিলার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। সেই মহিলাদ্বয়ের নাম, মিস্ কেনেডি ও মিসেস্ কেনেডি।

বোমা ফেলিয়া পলায়ন করিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। নন্দলাল ব্যানার্জি নামে একজন সাব্ ইন্‌স্পেক্টার কর্ত্তৃক ১লা মে মোকামাঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকী ধৃত হইলেন। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করিলেন। তাহার পর ক্ষুদিরামও বন্দী হইয়া মজঃফরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ ক্যারেডরেফএর বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হইলেও ১৩ই জুলাই ফাঁসির দিন ধার্য্য ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই—১২ই আগষ্ট ফাঁসিমঞ্চে উঠিয়া বাংলার বীর ক্ষুদিরাম হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে ঝুলিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বাংলার এই দুই বীর প্রথম যুক্ত শহীদ বলিলে ভুল হইবে না। প্রফুল্ল চাকী যেমন প্রথমে আত্মহত্যা করিয়া প্রথম শহীদ হইয়াছেন। প্রায় একই দিনে উভয়ে পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা যজ্ঞের যুপকাষ্ঠে প্রথম বলি হিসাবে এই দুই বীর শহীদের স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে। আজিও ভিখারির গান শোনা যায়,—

(৬)

"একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি।
শনিবার দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
(ওমা) অভিরামের দ্বীপ চালান্ মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
(ওমা) কলের বোমা তৈয়ার করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে
(ওমা) বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।
বেলা দশটা বেজে গেল
ফাঁসির হুকুম জারী হ'ল
(ওমা) আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখুক ভারতবাসী।
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে,
চিন্‌তে যদি না পারিস্ মা
গলায় দেখিস্ ফাঁসি।
(ওমা) মনের দুঃখ মনে রইল
আমার হ'লনা স্বদেশী।
কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি
পরোনা মা বিলাতী শাড়ী
এ মিনতি করি মাগো
ভুলো না স্বদেশী।"

সেই যুগের কোন পল্লীকবি এই গান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গানে অনেক ভুল আছে।

———

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙ্গালায় আগমন ৩। বাঙ্গালী জন্ম ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কণ্ট্রোলের ভামাভোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল ৭। হিটলারের নরমেধ যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ১০। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১১। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১২। জয়যাত্রা ১৩। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৪। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৫। ওলট পাল্ট ১৬। বিষাদ-সিন্ধু ১৭। বউ কথা কও ১৮। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ১৯। এ্যাটম বোমার শতনাম ২০। নয়া হিন্দুর অভিযান ২১। বুড়োর কাণ্ড ২২। চাবুক ২৩। হাস্য-রহস্য ২৪। মহামানবের চিরবিদায় ২৫। আশার আলো ২৬। দুই জাতি—দুই দেশ ২৭। বাঙ্গালী হিন্দু স্বাধীন রাষ্ট্র ২৮। কুলীনের মেয়ে ২৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ৩০। নূতন বিয়ের আইন ৩১। স্বাধীন ভারতের উৎসব ৩২। শ্বাশুড়ী শাসন আইন ৩৩। পাকিস্তানের জন্ম ৩৪। ফটিক জল ৩৫। পৃথিবীর কান্না ৩৬। সাদে বিয়ে ৩৭। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ৩৮। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৯ বাঙ্গালার দাবী ৪০। বাঘা-যতিনের লড়াই ৪১। স্বাধীন ভারতে বিজয় নিশান ৪২। এস মা জননী ৪৩। রূপিয়ার রূপকথা ৪৪। বিয়ে হায়দরাবাদ ৪৫। চাষী ভাই! জাগো—জাগো ৪৬। নূতন হিন্দু আইন ৪৭। চিচিং ফাঁক। উক্ত ৪৭ খানি ।০, ৵০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্র ডাকমাশুল সহ ভিঃ পিঃ তে ৩৷৷০ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির—১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

[মিনার্ভার নিকটে]

প্রিণ্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।